বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার

Bangladesh Urban Forum Newsletter

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সংখ্যা ১, বর্ষ ২, সেপ্টেম্বর ২০১৩ • ভাদ্র ১৪২০

ফোরাম সচিবালয় থেকে

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সকল শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিগত ২২ শে নভেম্বর ২০১২, বাংলাদেশ আরবান ফোরামের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ বাংলাদেশ আরবান ফোরামের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা (বিজনেস প্ল্যান) প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, এর আওতায় আইনগত, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, কর্মসূচি এবং অর্থ-সংস্থান প্রভৃতি বিষয়সমূহ নির্ধারণ, বাংলাদেশ আরবান ফোরামের জন্য স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ, ২য় অধিবেশন আয়োজন প্রভৃতি নিয়ে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (বিজনেস প্ল্যান) প্রণয়নের জন্য প্রফেসর নজরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে ৯ সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হলেন আখতার হোসেন, যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; (বিকল্প প্রতিনিধি-খলিলুর রহমান, উপ-সচিব); এস এম আরিফ-উর-রহমান, যুগ্ম-সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (বিকল্প প্রতিনিধি-রশিদুল হাসান, উপসচিব), মোঃ নুরুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি; আশেকুর রহমান, আরবান, প্রোগ্রাম এনালিস্ট, ইউএনডিপি; স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম-সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা); খোন্দকার এম আনছার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স; শামীম আরা হাসান, সহযোগী অধ্যাপক, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। মোস্তফা কাইয়ুম খান, বিইউএফ সচিবালয় এর পক্ষে কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কমিটিকে সহায়তা করার জন্য ইউএনডিপি একজন পেশাদার পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করে।

কমিটির সদস্যগণ ৪ টি সভায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের জন্য বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা (বিজনেস প্ল্যান) প্রণয়ন করেন এবং সচিবালয় উক্ত বিজনেস প্ল্যান অনুমোদনের জন্য আরবান ফোরামের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য কাজ করছে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সকল সদস্য'র প্রতি সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষ থেকে আরবান ফোরাম সচিবালয় আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

সচিবালয় আশা প্রকাশ করছে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যগণ বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল্যবান পরামর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ চূড়ান্ত করবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পিত নগরায়ণের লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপের সূচনা করবে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ১ম অধিবেশন এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিইউএফ সচিবালয় । আগ্রহিরা কপির পেতে লিখুন এই ঠিকানায়- buf@bufbd.org ।

সূ চি প ত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার সংখ্যা ১, বর্ষ ২, সেপ্টেম্বর ২০১৩। ভাদ্র ১৪২০

ফোরাম সচিবালয় থেকে ১
যানজটমুক্ত ঢাকা গড়ার লক্ষ্যে কুড়িল ফ্লাইওভার চালু ১
মাথাপিছু আয় বেড়ে ১০৪৪ ডলার ২
৩০০ বস্তির ৬৪ হাজার পরিবারকে বৈধভাবে পানি দিচ্ছে ওয়াসা ২
বাপা আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা পানীয় জলের অভাবে ঢাকা জনশূন্য হবে ২
বসবাসযোগ্য ১৪০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৩৯ ২
চট্টগ্রামে যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে জাইকা ৩
হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ এর আয়োজনে 'আরবান ডায়লগ' ৩
পিডাপের উদ্যোগে 'নগর দরিদ্রদের জন্য উপযুক্ত গৃহায়ণ নীতিমালা' ৩
আগের ৫ গুণ হারে কমেছে ফসলি জমি ৪
এক যুগে ৯০ শতাংশ জলাভূমি ভরাট ৪
সাভারে ভবন ধ্বস এবং ভবিষ্যৎ করণীয় ৫
বিআইপি'র আয়োজনে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত ৬
নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেপার রিসাইকেল ড্রাইভ উদ্বোধন ৬
২০১৬ সালে সম্পন্ন হবে চামড়াশিল্প নগরীর কাজ ৬
১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানী অতিক্রম করলো আইটি খাত ৬
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকি বাড়ছে ৬
জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ (খসড়া) প্রকাশ ৬
জিও-এনজিও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ৬
আন্তর্জাতিক সিডও দিবস পালিত ৭
নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার ৭
নারী উন্নয়ন নীতির কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত ৭
ইভেন্ট ৮
ফলোআপ ৮

www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

কুড়িল ফ্লাইওভার চালু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর কুড়িল উড়ালসেতু (ফ্লাইওভার) উদ্বোধন করেছেন। সেতুটি উদ্বোধন করার পরপরই সর্বসাধারণের জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়। আশা করা হচ্ছে, এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যানজট তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। এটি ঢাকা-সিলেট, ঢাকা- ময়মনসিংহ ও ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ক সংযোগ সেতু হিসেবেও কাজ করবে। কর্মকর্তারা বলছেন, কুড়িল উড়ালসেতুর উদ্বোধন হলেও এর চারটি লুপের মধ্যে একটি, দুটি ফুটওভারসিজ ও লেকের শেষ পর্যায়ের কাজ ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ এখনো বাকি রয়েছে। এগুলো ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হতে পারে বলে জানানো হয়। এই সেতু দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পূর্বাচল থেকে প্রগতি সরণি হয়ে রামপুরা, বনানী, নিকুঞ্জ ও উত্তরা আবাসিক এলাকায় একমুখী যান চলাচল করবে।

রাজউকের নিজস্ব অর্থায়নে ২০১০ সালে এই উড়ালসেতুর কাজ শুরু হয়। ৩ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ৩০৩ কোটি টাকা।

মাথাপিছু আয় বেড়ে ১০৪৪ ডলার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্যকে ভিত্তি ধরে নতুন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করা শুরু করেছে, যাতে বার্ষিক এক হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বুধবার পরিসংখ্যান ভবনে এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, এখন থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব করা হবে। "এই হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় বছরে ৯২৩ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৪৪ ডলার।" এর আগে পরিসংখ্যান ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ভিত্তিবছর পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, ২০০৫-০৬ এর তথ্যকে ভিত্তি ধরে প্রাথমিক হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। আর পুরনো অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তিবছরের হিসাবে এ হার ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ। নতুন ভিত্তিবছরের হিসাবে জিডিপির আকার পুরনো ভিত্তিবছরের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেড়েছে বলেও জানান তিনি। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালকে ভিত্তি বছর ধরে সর্বপ্রথম জিডিপি প্রাক্কলন শুরু হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে ১৯৮৪-৮৫ সালকে ভিত্তি ধরে শুরু হয় জিডিপির হিসাব। ২০০০ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ বছরকে ভিত্তি ধরে জিডিপির হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছিল।

৩০০ বস্তির ৬৪ হাজার পরিবারকে বৈধভাবে পানি দিচ্ছে ওয়াসা

রাজধানীর ৩০০ বস্তিতে ৬৩ হাজার ৬১৮ পরিবারকে বৈধভাবে পানি সরবরাহ করছে ওয়াসা। এর মধ্যে করাইল বস্তির সাড়ে ১৫ হাজারের বেশি পরিবার বৈধভাবে পানি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। ঢাকা ওয়াসা, পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, দুস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিসেফ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের যৌথ আয়োজনে 'করাইল বস্তিতে পানির বৈধ সংযোগ প্রদান: অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পরবর্তী করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে গতকাল বৃহস্পতিবার এ তথ্য জানানো হয়। সেমিনারে জানানো হয়, নিম্ন আয়ের লোকজনের জন্য পানি সরবরাহের সাফল্যের জন্য এবছরের বিশ্ব পানি সম্মেলনে ওয়াটার লিডার্স অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ঢাকা ওয়াসা। ২২ ও ২৩ এপ্রিল স্পেনে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ওয়াসাকে পুরস্কার বাবদ আট লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ টাকা বস্তি এলাকায় পানি সরবরাহের কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, বৈধভাবে নিরাপদ পানি পাওয়ার অধিকার সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার। বস্তিতে বসবাসকারীরাও এর বাইরে নয়। বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান বলেন, রাজধানীর পানির চাহিদা পূরণ ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা যে ভূমিকা রেখেছে, তা প্রশংসার দাবিদার। ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. রহমতুলাহ, ইউনিসেফের ওয়াটার, স্যানিটেশন অ্যান্ড হাইজিন বিভাগের প্রধান চার্লি সার্গসিয়েন, উত্তম কুমার রায়, এফ এম মোস্তাক ও দিবালোক সিংহ।

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩০, ২০১৩

বাপা আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আশঙ্কা পানীয় জলের অভাবে ঢাকা জনশূন্য হবে

মাত্রাতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি তোলায় আগামী ২০ পথকে ৫০ বছরের মধ্যে পানীয় জলের অভাবে ঢাকা জনশূন্য হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। ঢাকার পাশাপাশি গত কয়েকবছরে গাজীপুর থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। এর ফলে ভূগর্ভ হয়ে সাগরের লোনা পানি দক্ষিণ দিক থেকে ক্রমশ বাংলাদেশের ভেতরে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) করা এক গবেষণায় এসব তথ্য জানা গেছে। শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'ভূগর্ভ হয়ে দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত অনুপ্রবেশ করছে লবণ পানি: একটি ফলোআপ প্রতিবেদন' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ওই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

২০১০ সাল থেকে ভূগর্ভস্থ পানির অনুপ্রবেশ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে বিএডিসি। এসব তথ্য সংগ্রহে সমুদ্র উপকূলে ১৬৮টি লবণ পর্যবেক্ষণ নলকূপ বসিয়ে স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বিএডিসির সাবেক প্রধান মো. ইফতেখারুল আলম জানান, সেচসহ বিভিন্ন কাজে পানি তোলার কারণে ভূগর্ভে ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। ২০০৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকার ভূগর্ভস্থ ফাঁকা জায়গা বর্ষাকালে আবারও পূরণ হয়ে যেত। কিন্তু গাজীপুর থেকে ময়মনসিংহ এলাকায় প্রচুর শিল্পকারখানা স্থাপিত হওয়ার পর প্রায় সব কারখানাই একাধিক গভীর নলকূপ ব্যবহার করছে। ফলে ওই সব এলাকায় পানির স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এতে দক্ষিণ থেকে সাগরের লবণ পানি ঢাকায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

ইফতেখারুল আলম জানান, ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চারবছরে এ-সংক্রান্ত যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত। পানির স্তর নেমে মূল ভূখণ্ডে লোনা পানি ঢুকে গেলে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। তবে কী হারে লোনা পানি ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে, তা এখনো বের করা যায়নি বলে তিনি জানান। এছাড়া কিছু আশার কথাও শোনান ইফতেখারুল আলম। বিগত দিনে নেওয়া কিছু পদক্ষেপ যেমন খালকাটা, ভূগর্ভস্থ সেচনালা তৈরি, রাবার ড্যাম তৈরির মাধ্যমে বেশকিছু এলাকার পানিতে লবণাক্ততা হ্রাসের প্রমাণ মিলেছে। তাই এসব পদক্ষেপ জোরদার করার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ সহায়ক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। বাপার সহসভাপতি ফিরোজ আহমেদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ওয়াইস কবির, বাপার সাধারণ সম্পাদক মো. আবদুল মতিন, মো. আশফাকুল হক প্রমুখ।

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৫, ২০১৩

বসবাসযোগ্য ১৪০টি শহরের মধ্যে ঢাকার অবস্থান ১৩৯

বিশ্বে বসবাসের উপযোগী শহরের তালিকায় টানা তৃতীয় বছরের মতো শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। আর মোট ১৪০টি শহরের এ তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান ১৩৯তম। সর্বশেষ স্থানে রয়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিস্ট ইনটেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) চলতি বছর বৈশ্বিক বসবাসযোগ্যতা শীর্ষক জরিপের ভিত্তিতে এ তালিকা তৈরি করেছে। বসবাসযোগ্যতা নির্ধারণে সুপরিসর আঙ্গিকে পাঁচটি মানদণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা এবং অবকাঠামো। বিশ্বে বসবাসযোগ্য শহরের তালিকায় শীর্ষ পাঁচটি শহরের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার, টরন্টোর ক্যালগারি। তালিকার সর্বশেষ অবস্থানে রয়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। এর আগে রয়েছে যথাক্রমে ঢাকা, পাপুয়ানি-উগিনির পোর্টমোরেসবাই, নাইজেরিয়ার লাগোস ও জিম্বাবুয়ের হারারে শহর। শীর্ষ স্থানীয় শহরগুলোর অধিকাংশই গত বছরের জরিপেও একই অবস্থানে ছিল। তালিকায় শীর্ষ ১০টি শহরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের পাঁচটি শহর ঠাঁই করে নিয়েছে। আর কানাডার তিনটি শহরও সেরা ১০টির মধ্যে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আরববসন্ত, ইউরোপের ব্যয়সংকোচন, চীনা অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রভৃতি কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৮টি শহরের অবস্থান আগের বছরের তুলনায় নিচে নেমে গেছে।

তথ্যসূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩০, ২০১৩

অভিনন্দন

স্থপতি ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ এর নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের শপথ গ্রহণ করান মাননীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অধ্যাপক আবু এম আহমেদ এবং স্থপতি জালাল আহমেদ। বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত কমিটির সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ এর আয়োজনে 'আরবান ডায়লগ'

হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশ ১ এবং ২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ দুইদিন ব্যাপী দেশের এবং বিদেশের নগরায়ণ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ সরকার এবং দেশি-বিদেশি এনজিওদের অংশগ্রহণে ''আরবান ডায়লগ'' শিরোনামে এক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নেটওয়ার্কিং এবং নগরায়ণ প্রকল্পে উন্নয়নে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন। নগরায়ণ উন্নয়ন প্রকল্পের, উন্নয়নে নের্তৃবৃন্দ আশ্রয়, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জেন্ডারসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রফেসর নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, প্রধান আলোচক হিসাবে নগর উন্নয়নের জটিলতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। মোঃ নুরুল্লাহ (প্রতিনিধি- এলজিইডি) নগর উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করেন। অসএইড-এর অর্থায়নে আয়োজিত এই কর্মশালায় নগর উন্নয়নের জটিলতা, উন্নয়নের কৌশল, সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন স্থপতি সালমা এ. শফি (সিইউএস), মিঃ আশেকুর রহমান (ইউএনডিপি) এবং ডঃ ইফতেখার আহমেদ (আর্কিটেক্টস উইদাউট ফ্রন্টিয়ারস, অস্ট্রেলিয়া)।

এছাড়াও ডিএসকে, ডিএফআইডি, অসএইড, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপিয়ারডনেস সেন্টার, ওয়ার্ল্ড ভিশন, আইসিডিডিআরবি, সেন্টার ফর ওমেন এন্ড চিলড্রেন স্টাডিজ, ইউপিপিআর, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এবং হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় পর্বে অংশ নেন।

পিডাপের উদ্যোগে 'নগর দরিদ্রদের জন্য উপযুক্ত গৃহায়ণ নীতিমালা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পিডাপের উদ্যোগে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে গত ১৪ জুলাই ২০১৩, নগর দরিদ্রদের জন্য সঠিক গৃহায়ণ নীতিমালা শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের যুগ্ম সচিব ইনামুল হক, উপ-পরিচালক রুহুল আজাদ, ইউএন-হ্যাবিটেটের জাতীয় সমন্বয়কারী আকতারউজ্জামান, পিডাপের নির্বাহী পরিচালক কাজী বেবী সহ আরো অনেকে, বিভিন্ন সাংবাদিক এবং বস্তিবাসিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর (কাপ) এর সভাপতি এহসানুর রহমান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সোজাউল ইসলাম খান ও আয়শা সিদ্দিকা, সহকারী অধ্যাপক, এ.ইউ.এস। এছাড়া নির্ধারক আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থপতি সালমা এ. শফি। আলোচকরা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন-এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং গৃহায়ণ নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দিক-নির্দেশনা থাকে সে ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। সভায় তৃণমূল পর্যায় থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এনামুল হক বলেন-২৭টি মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলা হয়েছে, গৃহায়ণ উন্নয়ন নীতিমালা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। এ ছাড়াও, জাতীয় গৃহ নির্মাণ নীতিমালা রয়েছে। পিডাপের নির্বাহী পরিচালক কাজী বেবী তাঁর বক্তব্যে চূড়ান্ত নীতিমালার আলোকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত জরুরি দুটি বিষয় সকলের সামনে তুলে ধরেন - (১) ক্রয় সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্বল্প আয় গোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনে ভর্তুকি মূল্যে জমি/বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। (২) সর্বস্তরের জনগণকে বিশেষ করে দরিদ্র, অনগ্রসর ও বিপদগ্রস্ত গোষ্ঠীসমূহের জন্য নিরাপদ পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চট্টগ্রাম মহানগরের যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে জাইকা

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) চট্টগ্রাম মহানগরের যানজট ও জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রাথমিকভাবে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। ইতিমধ্যে ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ও ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পেরও সমীক্ষা শেষ করেছে জাইকা। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে জাইকা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাইকার দলনেতা টাকি ও মাটসুজাওয়া এসব কথা জানান। সূত্র জানায়, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় রয়েছে নগরের ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেলক্রসিংয়ে ওভারপাস নির্মাণসহ প্রায় ৪৫ কিলোমিটার সড়কের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। ড্রেনেজ ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নগরের মহেশখাল, চাক্তাই ডাইভারসন খাল, শাখা খালসহ প্রায় ১০ কিলোমিটার খাল খনন ও সম্প্রসারণ। এছাড়া খালের উভয়পাড়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রতিরোধক দেয়াল নির্মাণের কথাও রয়েছে। সূত্র জানায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের অধীনে নগরের উপকূলীয় এলাকায় পুরোনো ২৪টি স্কুল-কলেজ ভেঙে ছয়তলা বিশিষ্ট নতুন স্কুল ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়েও জাইকা নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।

(সূত্র : প্রথম আলো, আগস্ট ১, ২০১৩)

আগের ৫ গুণ হারে কমেছে ফসলি জমি

আবাসন, নগরায়ণ ও শিল্পাঞ্চল ক্রমশ বাড়তে থাকায় গত এক দশকে আগের তুলনায় পাঁচ গুন হারে ফসলি জমি কমছে, যাকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতিসংঘের সহায়তায় মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (এসআরডিআই) পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, গত এক দশকে প্রতি বছর দেশে ফসলি জমির পরিমাণ ৬৮ হাজার ৭০০ হেক্টর করে কমছে, যা মোট ফসলি জমির শূন্য দশমিক ৭৩৮ শতাংশ। অথচ তার আগের তিন দশকে প্রতি বছর ফসলি জমি কমেছে মাত্র ১৩ হাজার ৪১২ হেক্টর। একইসঙ্গে প্রতি বছর আবাসন খাতে ৩০ হাজার ৮০৯ হেক্টর, নগর ও শিল্পাঞ্চলে ৪ হাজার ১২ হেক্টর এবং মাছ চাষে ৩ হাজার ২১৬ হেক্টর জমি যুক্ত হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএসএইডের অর্থায়নে এবং ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রামের (এনএফপিসিএসপি) আওতায় গবেষণাটি পরিচালিত হয়। এর নেতৃত্ব দেন মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নাজমুল হাসান। তাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৯৭৬ সালে দেশে ফসলি জমির পরিমাণ ছিল ৯৭ লাখ ৬১ হাজার ৪৫০ হেক্টর। ২০০০ সাল পর্যন্ত ৩ লাখ ২১ হাজার ৯০৯ হেক্টর কমে দাঁড়ায় ৯৪ লাখ ৩৯ হাজার ৫৪১ হেক্টরে। কিন্তু এর মাত্র ১০ বছরে ২০১০ সালে ৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ হেক্টর কমে মোট ফসলি জমির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৭ লাখ ৫১ হাজার ৯৩৭ হেক্টরে। ১৯৭৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত শূন্য দশমিক ১৩৭ শতাংশ হারে কমলেও ২০০০ থেকে ২০১০ সাল মেয়াদে এই হারের পাঁচ গুণেরও বেশি শূন্য দশমিক ৭২৮ শতাংশ হারে কমেছে।

- *নগর হিসেবে দ্রুত বাড়ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট বিভাগের পরে রংপুর বিভাগ।*
- *প্রতিবছর গড়ে ঢাকা বিভাগে ১৯ হাজার ৯৫৯ হেক্টর, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৫৬ হেক্টর, সিলেট বিভাগে ৫৩৩ হেক্টর ও রংপুর বিভাগে ১১৫ হেক্টর কৃষি জমি নগর ও শিল্পাঞ্চলে যুক্ত হচ্ছে।*

অস্বাভাবিক হারে ফসলি জমি কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ন্যাশনাল রিসার্স গ্রান্ড অ্যাডমিনস্ট্রেটর নূর আহম্মেদ খোন্দকার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, এবারই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের গবেষণা হয়েছে। কৃষি জমির কমার কোনো গবেষণা না থাকায় এর আগে সঠিক তথ্য নিয়ে বিভ্রান্ত হতে হতো। তিনি বলেন, "গবেষণায় ফসলি জমি কমার যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা উদ্বেগজনক। অধিক ফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবন না হলে এরই মধ্যে ফসলি জমি কমার প্রভাব পড়তো খাদ্যে নিরাপত্তায়। তারপরও ফসলি জমি কমে আসার এই হার খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি।" গবেষক দলের প্রধান নাজমুল হাসান বলেন, দেশে এখন ৬ এর বেশি জিডিপি অর্জিত হচ্ছে। এ অবস্থায় দেশে নগরায়ণ ও শিল্পাঞ্চল দিনে দিনে বাড়বেই। "কিন্তু আমরা যদি নগরায়ণ ও শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি জমির একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারি, তাহলে ফসলি জমি কমার হার অনেকাংশে কমে আসবে।"

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ৩৪ বছরে দেশের অকৃষি জমির পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বেড়ে ৮ দশমিক ১৭ ভাগ থেকে ১৬ দশমিক ৪৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৬ সালে দেশে মোট ৮৩ হাজার ৬০৫ হেক্টর অকৃষি জমি ছিল, যা ২০০০ সালে ১৭ লাখ ৮৮ হাজার ৩০৭ হেক্টরে পরিণত হয়। পরবর্তী ১০ বছরে গড়ে দশমিক ৪১৬ শতাংশ হারে বেড়ে ২০১০ সালে ২৪ লাখ ৮৬৭ লাখ ৮৬৭ হেক্টর হয়েছে। অকৃষিজ জমির মধ্যে গ্রামীণ আবাসন, শহুরে ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং চাষ অযোগ্য পতিত জমিকে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে গ্রামীণ আবাসনেই সবচেয়ে বেশি জমি গেছে। গ্রামীণ আবাসনে গত দশকে বছরে শূন্য দশমিক ২০৮ শতাংশ হারে বেড়ে ৬৩৭ হেক্টর ছিল। বর্তমানে গ্রামীণ আবাসন খাত দেশের মোট আয়তনের ১২ দশমিক ১২ ভাগ দখল করে রয়েছে।

২০০০ থেকে ২০১০ সালে ১০ বছরে দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে নগরায়ণ ও শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালে দেশে নগর ও শিল্পাঞ্চল ছিল মাত্র ২৬ হাজার ৭৯৯ হেক্টরজুড়ে। ২০০০ সাল পর্যন্ত ২৪ বছরে মাত্র দশমিক ০০৬ শতাংশ বেড়ে তা দাঁড়ায় ৪৭ হাজার ৪৯৫ হেক্টরে। কিন্তু ২০০০ পরবর্তী সময়ে বছরে গড়ে ৪০১২ হেক্টর কৃষি জমিকে দখল করেছে নগর ও শিল্প এলাকা। তার কারণে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৮৭ হাজার ৬১৬ হেক্টর জমি নগর ও শিল্পে চলে যায়।

(সূত্র: বিডিনিউজ ২৪.কম)

এক যুগে ৯০ শতাংশ জলাভূমি ভরাট

ক্রমশ ধূসর হয়ে উঠেছে ঢাকা। জলাশয় কমছে আশঙ্কাজনক হারে। সবুজ বনানী আর বৃক্ষের ছায়াতল সংকুচিত হয়ে আসছে। মাটি, পানি আর ঘাস ঢেকে যাচ্ছে কংক্রিটের আস্তরণে। ধুলা আর দূষণে অতিষ্ঠ নগরজীবন। বিশ্বের নয়টি শহর নিয়ে পরিচালিত জাতিসংঘের তিনটি সংস্থার এক চলমান সমীক্ষায় বাংলাদেশের রাজধানীর এই চিত্র উঠে এসেছে। ঢাকাসহ দক্ষিণ এশিয়ার শহরগুলোর ওপর সমীক্ষাটি চালিয়েছে বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস)। আফ্রিকার ছয়টি ও দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি শহরের ওপর এ সমীক্ষা করা হয়। এতে বলা হয়েছে, ঢাকা শহরের চারপাশে কৃষিজমি হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে গেছে। তৈরি হচ্ছে আবাসন প্রকল্প। জলাভূমিগুলোও এই দখল থেকে বাদ যাচ্ছে না। শহরের আশপাশ থেকে কৃষিজমি ও জলাভূমি ক্রমশ ধ্বংস হওয়ায় পরিবেশ বিপর্যস্ত হচ্ছে। ফলে খাদ্যশস্য ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন কমছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ঢাকা, নেপালের রাজধানী কাঠামান্ডু ও ভারতের চেন্নাই শহরের ওপর পরিচালিত 'নলেজ অ্যাসেসমেন্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড পেরি আরবান এগ্রিকালচার ইন সাউথ এশিয়া' শীর্ষক এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে শহরের চারপাশে কৃষি উৎপাদন কমে যাচ্ছে। আর দূরবর্তী এলাকা থেকে খাদ্য এনে রাজধানীবাসীর চাহিদা মেটানো হচ্ছে। এতে রাজধানীমুখি পরিবহনের সংখ্যা বাড়ছে, সৃষ্টি যানজট। সমীক্ষায় বলা হয়, নিম্নভূমি ও জলাভূমি ভরাট করে একের পর এক কংক্রিটের ভবন ও পিচঢালা পথ নির্মাণের ফলে শহরে তাপমাত্রাও বাড়ছে। মার্চ, এপ্রিল, মে- এই তিন মাসে ঢাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে, গড় তাপমাত্রা বাড়ছে। কারণ, মৌসুমি বায়ু আসার আগের এই সময়ে যে বৃষ্টিপাত হয়, তার উৎস হচ্ছে স্থানীয় নদী ও জলাশয় থেকে সৃষ্ট জলীয় বাষ্প। জলাশয় কমে যাওয়ায় বৃষ্টিপাতও কমছে। প্রতিবছর এই তিন মাসে দশমিক শূন্য ৬৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ছে। শীত মৌসুমে শূন্য দশমিক শূন্য ৬১ ডিগ্রি এবং বর্ষায় বাড়ছে শূন্য দশমিক শূন্য ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সমীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশিষ্ট নগরবিদ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, সারা দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে শহর ৬২৫টি। পুরোনো শহরগুলোকে অবহেলায় রেখে ও কোনো উন্নয়ন না করে আবার নতুন উপশহর নির্মাণের কথা শোনা যাচ্ছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তকে আত্মঘাতী হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, কৃষি, জলা ও বনভূমিকে অক্ষত রেখে নগরায়ণ করতে হবে। সারা দেশের জন্য একটি ভূমি ব্যবহার বিষয়ে ভৌত পরিকল্পনা তৈরি করে তার ভিত্তিতে নগরায়ণ করার পরামর্শ দেন তিনি। সমীক্ষায় আরও বলা হয়, জলাভূমি ভরাট হয়ে শহর থেকে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা বাড়ছে। পানিনিষ্কাশন এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ঢাকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বাড্ডা, সাঁতারকুল, খিলক্ষেত, রামপুরা, দক্ষিণ ও উত্তরখানের বেশিরভাগ এলাকা একসময় জলাভূমি ও নিম্নাঞ্চল ছিল। গত এক যুগে এই জলাভূমি ও নিম্না ঞ্চলের ৯০ শতাংশ ভরাট হয়ে গেছে। মোহাম্মদপুর ও গুলশান আবাসিক এলাকায় কংক্রিটের আচ্ছাদন নেই, এমন এলাকায় মোট জমির মাত্র ৪ শতাংশ। ঢাকা সিটি করপোরেশনের বাইরের এলাকায় কিছু সবুজ বনানী, কৃষিজমি ও জলাশয় থাকলেও তা ধ্বংস হচ্ছে আশঙ্কাজনকহারে। এক যুগ আগেও সাভার, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ জমি ছিল সবুজে ঢাকা, ছিল নদী ও জলাশয়। এক যুগে নগরায়ণ ও উন্নয়নের নামে এলাকাগুলো ধূসর এলাকায় পরিণত হয়েছে। বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা বা ড্যাপের আওতাভুক্ত এলাকার মধ্যে শুধু গাজীপুর সদরে ৫৪ বর্গকিলোমিটার বনভূমি রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে নগরগুলোর পরিবেশ ও খাদ্যনিরাপত্তার প্রস্তুতি জানতে জাতিসংঘের পরিবেশ ও জলবায়ুবিষয়ক সংস্থা ইউএনপি, ডব্লিউএমও আইপিসিসি সমীক্ষাটি পরিচালনা করছে। সমীক্ষার প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঢাকা মহানগরের ৩৫৩ বর্গকিলোমিটার এলাকার মধ্যে বৃক্ষ আচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ মাত্র ৩৫ বর্গকিলোমিটার, আর জলাভূমির পরিমাণ ৭০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে আবার রমনা পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সংসদ ভবন লেক, ধানমন্ডি, উত্তরা, বনানী, গুলশান লেকসহ মোট ১০টি পার্ক ও লেক মিলিয়ে ২০ কিলোমিটার এলাকা রয়েছে। এক যুগ আগেও ঢাকায় সবুজ এলাকা ছিল প্রায় ৮০ বর্গকিলোমিটার, আর জলাভূমি ছিল ১০০ কিলোমিটারের বেশি। রাজধানীর বাড্ডা আবাসিক এলাকার স্যাটেলাইট আলোকচিত্র বিশ্লেষণ করে ওই সমীক্ষায় বলা হয়, ২০০৫ সালে বাড্ডায় জলাভূমির পরিমাণ ছিল ৫ দশমিক ৮৬ বর্গকিলোমিটার। ২০১০ সালে তা কমে হয় ৩ দশমিক ৯৫ বর্গকিলোমিটর। ২০১২ সালে নেমে আসে ৩ বর্গকিলোমিটারে। সমীক্ষাটির নেতৃত্বদানকারী বিসিএসসের নির্বাহী পরিচালক ড. আতিক রহমান, 'ঢাকায় মানুষ বেড়েই চলেছে। এখন জলবায়ু পরিবর্তন নতুন হুমকি হিসেবে এসেছে। এই নগরের খাদ্য, আবাসন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শহরকে সুস্থ রাখতে দালানকোঠা, উন্মুক্ত এলাকা, পানি, জলাভূমির এলাকা সুনির্দিষ্ট করে সেগুলোকে রক্ষা করতে হবে।

ঢাকার আশপাশের জেলার চিত্র: ড্যাপের মোট জমির পরিমাণ ধরা হয়েছে এক হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকা। ঢাকা মহানগর এলাকা ছাড়াও সাভার, কেরানীগঞ্জ, গাজীপুর সদর ও কালীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, সোনারগাঁ, বন্দর ও সদর এলাকাকে ড্যাপের আওতাভুক্ত ধরা হয়েছে। এক যুগ আগেও এই এলাকাগুলোর ৭০ থেকে ৯০ শতাংশ এলাকা ছিল জলাভূমি ও কৃষিজমি। ২০০৮ সালের কৃষিশুমারিতে দেখা গেছে, সাভারে ৬৩ শতাংশ, কেরানীগঞ্জে ৫৭ শতাংশ, কালিগঞ্জে ৯১ ও গাজীপুর সদরে মাত্র ৪১ শতাংশ এলাকায় কৃষিজমি টিকে আছে। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ৭৬, সোনারগাঁয়ে ৬৫, বন্দরে ৭২ ও সদরে ৩৫ শতাংশ কৃষিজমি টিকেছিল। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) যে নতুন উপশহরগুলো স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, তা এই এলাকাগুলোর মধ্যে। গত চার বছরে এসব এলাকায় প্রায় ৪০০ বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান জমি ভরাট শুরু করেছে। ফলে ওই এলাকাগুলোতে কৃষিজমির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কমেছে।

সাভারে ভবন ধস এবং ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ে প্রায়শই ভবন ধসের ঘটনা ঘটছে। বস্তুত যথাযথ পেশাজীবীদের সম্পৃক্ততা ছাড়া ভবনের প্রণয়ন ও নির্মাণ তদারকি, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার ও নির্মাণ ত্রুটি, প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, যত্রতত্র ইচ্ছামত ভবন নির্মাণের প্রবণতা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের যথাযথ তদারকির অভাব ও সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বিশেষজ্ঞরা এ জাতীয় দুর্ঘটনার পেছনে দায়ী বলে মনে করে থাকেন। সাভারের রানা প্লাজার দুর্ঘটনাকে একটি মানব সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই মানব সৃষ্ট দুর্যোগ আমাদের অসহায়ত্ব যেভাবে সামনে চলে এসেছে, আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমাদের অসহায়ত্ব হবে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

সাভারে রানা প্লাজা ধস : বিগত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ বুধবার সকাল ৯.০০ টার দিকে সাভার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ৮ তলা রানা প্লাজা ভবনটি ভেঙে পড়ে। উক্ত ভবন ধসের ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে মোট ১১২৭ জন মৃত্যুবরণ করেন যার অধিকাংশই ভবনের ৪র্থ থেকে ৮ম তলায় অবস্থিত ৪টি গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও কর্মী। এ ঘটনায় জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ২৪৩৮ জনকে।

ধসের সম্ভাব্য কারণ

দালানের ভিত : জানা যায়, ভবনটির রাস্তা সংলগ্ন সম্মুখভাগ শক্ত মাটির উপরে ও পেছনের অংশ জলাবদ্ধ, নিচু ও নরম মাটির উপর নির্মিত ছিল। ফলে, প্রয়োজনীয় ভিত ও পাইলিং এর অভাবে ভবনটির পেছনের অংশ দেবে যেয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

ভবনের ডিজাইন ও তলা সংখ্যা : ভবনটি আট তলা ছিল। যার নবম তলার কাজ চলছিল বলে জানা যায়। ভবনটি প্রথমে ছয়তলা হিসেবে নির্মিত হলেও পরে ঐ ভিত্তির ওপর দশ তলা বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে সাভার পৌরসভার অনুমোদন লাভ করে। ছয়তলার ভিত্তির ওপর দশতলার নির্মাণই ধসের অন্যতম কারণ। এর সাথে কাঠামোগত দুর্বলতা দুর্ঘটনাকে ত্বরান্বিত ও অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

ভবনের ব্যবহার পরিবর্তন : ছয়তলা ভবনটির কলাম সাইজ, রডের পরিমাণ ও বিন্যাস হতে প্রতীয়মান হয়, এটি সাধারণ ভবন হিসেবে তৈরি হয়েছে। ভবনটির নিচতলা বাণিজ্যিক ভবন এবং ওপরের তলাসমূহ গার্মেন্টস কারখানা হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে। গার্মেন্টস কারখানা সমূহের বিভিন্নতলায় জেনারেটরসহ বিভিন্ন ভারি যন্ত্রাংশ বসানো ছিল যা চালু অবস্থায় সমগ্র ভবনে কম্পন সৃষ্টি করত। ভবনের দুর্বল ভিত ও কাঠামো দিনের পর দিন এ ধরনের ওজন (Live Load) ও কম্পন সহ্য করার জন্য উপযুক্ত ছিল না।

নির্মাণ তদারকি : ভবনটির নির্মাণকালে পরামর্শক এবং কর্তৃপক্ষীয় স্থপতি ও প্রকৌশলী কর্তৃক তদারকির অভাব এবং একইসাথে উপযুক্ত কর্মকর্তার সক্ষমতা, দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা প্রশ্নাতীত নয়। স্বাভাবিকভাবেই ভবনটি নির্মাণে যে সকল মানদণ্ড বজায় রাখা অত্যাবশ্যকীয় তা মানা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে ভবনটিতে ফাটল দৃশ্যমান হবার পরও পূর্বদ্যমে কার্যক্রম চালু রাখা এবং সে কারণে শ্রমঘণ কারখানা হওয়ায় বিপুল লোকের ভবনে অবস্থান দুর্ঘটনায় জানমালের ক্ষতি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভবনের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়া

ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র : ১. রাজউক এলাকার মধ্যে যে কোন উন্নয়ন ডিএমডিপি- ১৯৯৫-২০১৫ অনুযায়ী হবে। ২. ডিমএপি-র তৃতীয় ও শেষ ধাপ অর্থাৎ ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) এর ভূমি ব্যবহার জোনিং ম্যাপ অনুসারে জোন অন্তর্গত প্লটের ভূমি নিশ্চিত হবে। ড্যাপ রিপোর্টে জোন অনুমোদিত ব্যবহার তালিকাবদ্ধ আছে। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার এই তালিকা বহির্ভূত হলে ছাড়পত্র পাবার অযোগ্য বিবেচিত হবে। এমনকি ছাড়পত্র কর্তৃপক্ষ স্বাক্ষরিত হলেও যদি জোন তালিকায় ঐ ব্যবহার না থাকে তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সরকারিভাবে উন্নয়নকৃত প্লট ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে এই অনুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক। একই প্রক্রিয়ায় সারা বাংলাদেশের প্রত্যেক উপজেলা, পৌরসভা, জেলা ও বিভাগীয় শহরে একই উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ম প্রয়োগ আবশ্যকীয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রানা প্লাজার ক্ষেত্রে ড্যাপ-এর ভূমি ব্যবহার জোনিং প্ল্যান অনুযায়ী প্লটটি আবাসিক জোন হিসেবে চিহ্নিত। এ কারণে ভবনটির বাণিজ্যিক হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্তি বৈধ নয়।

ভবনের নকশা অনুমোদন: ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র পাবার পর ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-র সর্বশেষ সংস্করণ অনুযায়ী নকশা করে কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের জন্য জমা দিতে হয়। এই নকশা প্রণয়নের সময় অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমনঃ ভূমি জরিপ (পুরকৌশলী, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী বা সনদপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার), মাটি পরীক্ষা (জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান), স্থাপত্য ডিজাইন ও নকশা (স্থপতি), ভিত ও কাঠামোগত ডিজাইন ও নকশা (পুরকৌশলী বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার), বৈদ্যুতিক ডিজাইন ও নকশা (যন্ত্র প্রকৌশলী) কিন্তু উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা (যেমন রাজউক, পৌরসভা ইত্যাদি) শুধুমাত্র লেআউট অনুমোদন করে থাকে, যা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে না।

ভবন নির্মাণ তদারকি ও অননুমোদিত নির্মাণ প্রতিরোধ

রাজউকসহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ তাদের আওতাধীন এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু বাস্তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ণ নিয়ন্ত্রণে তাদের সক্ষমতা কখনও পরিলক্ষিত হয় না। যেকোন ব্যর্থতায় ৫৯০ বর্গমাইল এলাকার উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে রাজউক তাদের জনবল স্বল্পতার কথাটি বিশেষভাবে সামনে নিয়ে আসেন। বিষয়টি অসত্য নয়। কিন্তু তাদের মোট ১০৮১ জনবলের মধ্যে মাত্র ২৫৩ জন নগর পরিকল্পনার সাথে যুক্ত। অবশিষ্ট ৮২৮ জন সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত যার জন্য সরকারের সুনির্দিষ্ট সংস্থা রয়েছে। এই কাজের দ্বৈততা একদিকে যেমন সমন্বয় ব্যহত করে তেমনি নগরের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের নিদারুণভাবে ব্যর্থ করে। উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে আরও ভয়াবহ। রানা প্লাজা ধসে পড়ার পরে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ভবনটি নির্মাণে তাদের অনুমোদন/অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে রাজউক এরূপ অবৈধ নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না বলে বক্তব্য দেয়। ভবন মালিক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে নির্মাণ কাজ চালিয়ে গেল এবং ভবন ধসে পড়ার আগ পর্যন্ত রাজউক এ বিষয়ে কোন ভূমিকা গ্রহণ করল না, বিষয়টি তাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে সকলের নিকট উত্থাপিত হচ্ছে। দেশে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত নগর পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী ও স্থপতি থাকার পরেও শুধুমাত্র জনবল সংকট এই যুক্তিতে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সরকারি সংস্থার তার দায় এড়িয়ে যেতে পারে না বলে আমরা মনে করি। হতাশার বিষয় হল একদিকে যখন উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রের অভাবে প্রতিবছর অসংখ্য নগর পরিকল্পনাবিদসহ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন তখন ঢাকা মহানগরীরসহ দেশের বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ নগরসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহের অকার্যকর ভূমিকা ও দায়িত্বহীনতায় মৃত্যুর মিছিল ক্রমান্বয়ে বড় হচ্ছে, অসংখ্য পরিবার হচ্ছে সর্বশান্ত।

সাভার রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স রানা প্লাজা ধসের পর সংবাদ সম্মেলন করে যে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করে সেটির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে বিইউএফ নিউজলেটার এর এই সংখ্যায় পুনঃপ্রকাশ করা হল।

বি.আই.পি.-র প্রস্তাবনা

● উদ্ধারকৃত মৃতদেহ সৎকার, আহতদের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ● সাভার ভবন ধস ঘটনায় ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান (যদি দেয়া হয়ে থাকে), নকশা অনুমোদন, স্থাপত্যিক ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ ও ব্যবহারের সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার প্রয়োজনে অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে ● দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, নগর পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে তা জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে ● সাভারসহ ইতোপূর্বে সংঘঠিত সকল ভবন-দুর্ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠন করে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ● সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পেশাজীবী সংগঠনের সমন্বয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসমূহ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত জরিপ কার্যক্রম সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ● রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরের উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহকে শুধুমাত্র পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ন্যায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান নিজে কোনরূপ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে না তা নিশ্চিত করতে হবে ● আগামীতে এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতা এড়াতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জনবল কাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ উপযোগী করে প্রয়োজনীয় পেশাজীবীদের দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করে জনবল সংকট দূর করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো দক্ষ ও কার্যকর হিসেবে গড়ে তুলতে হবে ● মাঠ পর্যায়ে পৌরসভাসমূহের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ণ নিশ্চিতকল্পে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। অবিলম্বে দেশের সকল পৌরসভায় স্বতন্ত্র নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করে দক্ষ ও যোগ্য পেশাজীবীদের নিয়োগের মাধ্যমে সারা দেশের পরিকল্পিত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে ● বিদ্যমান বিধিসমূহের বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করে তা দূর করা, প্রচলিত আইনসমূহ, যেমন- বিএনবিসি, ইমারত নির্মাণ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে ● পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অযাচিত এবং অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে ● দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটাতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। উদ্ধার কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে ● শিল্প কারখানা নির্ধারিত জোনো স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। আবাসিক এলাকা থেকে শিল্প কারখানা নির্ধারিত তড়হব- এ সরিয়ে নিতে হবে ● ভূমি ব্যবহার জোন ও কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত স্থাপনায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসহ সকল সংযোগ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। সেই সাথে এইরূপ ভবনে কোন শিল্প কারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদিকে ব্যবসার অনুমতি, ব্যাংক লোন ইত্যাদি সুবিধা প্রদান রাখতে হবে ● বিগত ২৯/০৪/২০১৩ তারিখ মন্ত্রিসভা বৈঠকে "সরকার অধিভূক্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কোন ভবনের নকশা অনুমোদন করতে পারবে না অর্থাৎ রাজউকসহ চারটি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এলাকায় শুধু এই সংস্থাগুলোই ভবনের নকশা অনুমোদন দেবে" এই সুপারিশের সাথে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের বর্তমান পারফরমেন্সের বিবেচনায় বি.আই.পি একমত পোষণ করতে ভরসা পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে ড্যাপ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের পরিকল্পনাবিদগণ রাজউকের নিয়মানুযায়ী অনুমোদনের সুযোগ রাখার পক্ষপাতি। এতে জনবল ঘাটতি কমে আসবে এবং সেইসাথে পৌরসভাসমূহ আরও নিবিড়ভাবে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে। তবে যেখানে এ ধরনের কর্তৃপক্ষ নেই সেখানে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভবনের নকশা অনুমোদন এর দায়িত্ব জেলা পরিষদকে বিবেচনার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে যা প্রকারান্তরে কোন কার্যকরী সমাধান নয়। বরং পৌরসভায় নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করে সেখানে প্রয়োজনীয় পেশাজীবী নিয়োগের মাধ্যমে পৌরসভাকে শক্তিশালী করা যেতে পারে। এছাড়া যে সমস্ত এলাকা পৌরসভার অধীন নয় যথা উপজেলা ও জেলাসমূহকে উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অমূল্য কৃষিজমি রক্ষার জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে নগর পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টি করে পরিকল্পনা শাখার আওতায় সমগ্র জেলা ও উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অতীব জরুরি ● দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিনিয়োগ বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে এবং সেইসাথে সমগ্র দেশকে জাতীয় ভৌত পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে এসে সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে ● সমগ্র বাংলাদেশকে পরিকল্পিত উন্নয়নের আওতায় আনার জন্য যে পরিমাণ পরিকল্পনাবিদ প্রয়োজন হবে তাতে পরিকল্পনাবিদদের জন্য পৃথক একটি বিসিএস ক্যাডার সৃষ্টি অতিব প্রয়োজন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাভারের ঘটনার মোট ১১২৭ জন ব্যক্তি মারা গেল। অনেক সংসার জীবিকার অভাবে ধ্বংস হবে, আরো কত মানুষ যে সারাজীবন পঙ্গু হয়ে কাটাবে, তার ঠিক নেই। শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার কারণে এতবড় ধ্বংসযজ্ঞ। এতবড় ভুল থেকে আমরা সমনিষ্ঠভাবে শিক্ষা নেব কি নেব না এর উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের ধ্বংসযজ্ঞ। তবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অক্ষমতার জন্য জাতি আর একটিও মৃত্যুও দেখতে চায় না। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে। সামাজিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে যেমন গণজাগরণ তৈরি হয়েছে তার চাইতেও অনেক বেশী গণজাগরণ প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে পরিকল্পিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে।

বিআইপি'র আয়োজনে 'নদী দূষণ, দূষণ তদারকি এবং আরবান স্যুয়েজ ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং দি সেন্টার ফর সাইন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট (সিএসই), ইন্ডিয়া যৌথভাবে দিনব্যাপী এক সেমিনার আয়োজন করে। নদী দূষণ, দূষণ তদারকি এবং আরবান স্যুয়েজ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় শীর্ষক এ সেমিনার ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বিআইপি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পেপার রিসাইকেল ড্রাইভ উদ্বোধন

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) আর্থক্লাবের উদ্যোগে 'পেপার রিসাইকেল ড্রাইভ' উদ্বোধন করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি সেমিস্টারে ব্যবহৃত কয়েক টন কাগজ পুনঃব্যবহারযাগ্য করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনএসইউ উপাচার্য আমিন ইউ সরকার, সহ-উপাচার্য এএনএম মেসকাতউদ্দিন, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের প্রেসিডেন্ট এএসএম শাহজাহান, এনএসইউ পরিবেশ বিজ্ঞান এবং গবেষণা বিভাগের চেয়ারম্যান হাসান মাহমুদ, এনএসইউ ক্লাব সমন্বয়ক এমদাদ হক প্রমুখ।

২০১৬ সালে সম্পন্ন হবে চামড়াশিল্প নগরীর কাজ

রাজধানীর অদূরে সাভার চামড়াশিল্প নগরী স্থাপনের কাজ ২০১৬ সালের জুনের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। দিলীপ বড়ুয়া বলেন, রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে পরিবেশবান্ধব স্থানে চামড়াশিল্প স্থানান্তরের দাবি অনেকদিনের। বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ প্রতিরোধ, পরিবেশবান্ধব সবুজ পণ্য উৎপাদন, ট্যানারির শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলা ও পরিবেশগত উন্নয়ন সর্বোপরি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে চামড়াশিল্প নগরী-ঢাকা প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার। মন্ত্রী বলেন, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ১৩ আগস্ট দ্বিতীয় সংশোধিত প্রস্তাব একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সিইটিপিসহ নির্ধারিত সব অবকাঠামো আগামী ১৮ মাসের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ হবে। পরে কমিশনিং, স্ট্যাবিলাইজেশন এবং পরিচালনা কাজ ২০১৬ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি অতিক্রম করলো আইটি খাত

বাংলাদেশে আইটি খাত ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি রপ্তানি করেছে। ৩১ আগস্ট রাজধানী ঢাকায় পাঁচতারা হোটেলে প্রথমবারের মতো সফটওয়্যার ও আইটিখাতে রপ্তানি ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান বলেন, বর্তমানে দেশের দ্রুতবর্ধণশীল রপ্তানিকারক খাতের মধ্যে আইটি সবার শীর্ষে। সরকার আইটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। গাজীপুরের হাইটেক পার্ক, কারওয়ানবাজারে জনতা টাওয়ারকে সফটওয়্যারসহ বিভিন্ন অবকাঠামো দ্রুত চালু করা হবে। এছাড়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় শহরে একটি করে হাইটেক পার্ক স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে বলে জানান নজরুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে বেসিস সভাপতি ফাহিম মাশরুর বলেন, আইটিতে রপ্তানির এই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ এখাতে ১ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব হবে। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেসিসের সিনিয়র সহ-সভাপতি শামীম আহসান, সহ-সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির, মহাসচিব রাসেল টি আহমেদ, যুগ্ম মহাসচিব এম রাশিদুল হাসান, কোষাধ্যক্ষ উত্তম কুমার পাল, পরিচালক রিয়াজউদ্দিন মোশাররফ, নাভিদুল হক, প্রাক্তন সভাপতি এ তৌহিদ, সরোয়ার আলম, রফিকুল ইসলাম রাউলি, হাবিবুল্লাহ এন করিম, মাহবুব জামান প্রমুখ। *তথ্যসূত্র: http://tech.priyo.com*

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকি বাড়ছে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক সংকটের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। এসব ঝুঁকি মোকাবিলায় এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটি সমন্বিত উদ্যোগ থাকা প্রয়োজন। জাতিসংঘের এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের (এসকাপ) 'বিল্ডিং রেজিলেন্স টু নেচারাল ডিজাস্টার অ্যান্ড মেজর ইকোনমিক ক্রাইসিস' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই সুপারিশ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন নিয়ে গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এক সংলাপের আয়োজন করে। রাজধানীর মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে আয়োজিত সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডির চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান। এতে এসকাপের প্রতিবেদন উপস্থাপন প্রাকৃতিক ঝুঁকি নিরসনবিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা সঞ্জয় কুমার শ্রীবাস্তব।

জিও-এনজিও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

জিও-এনজিও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ নামে একটি পাইলট প্রকল্পের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বুধবার ঢাকার মহাখালীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিবেদিত সংস্থা বাংলাদেশ ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস সেন্টার। অনুষ্ঠানে প্রকল্পের উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়। প্রকল্পটি দেশের পাঁচটি দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ জেলা সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, গাইবান্ধা ও জামালপুরে বাস্তবায়িত হবে।

জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ (খসড়া) প্রকাশ

বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ (খসড়া) প্রকাশ করেছে। পরিবেশ বিপর্যয়, নানাবিধ দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার নিরীক্ষে ঈপ্সিত টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সংবিধানের মূলনীতি হিসাবে গৃহীত পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় নীতিসমূহে প্রতিফলন করার মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনার জন্য পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সংশোধন ও পরিমার্জন করে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ গ্রহণ করা হয়েছে।

আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন http://www.doe-bd.org/env/contact_us/contact_us.php লিংকে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ (খসড়া)'র প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ''এই নীতি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সমন্বিত নীতি হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং অন্যান্য জাতীয় নীতিসমূহে বিধৃত পরিবেশ বিষয়ক কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করিবে।''

প্রস্তাবিত জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩ ডাউনলোড করার জন্য ভিজিট করুন http://www.doe-bd.org/env/contact_us/ne2013.pdf.

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোম্পানিগুলো কীভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় ভূমিকা রাখতে পারে এ বিষয়ে ইউনেস্কো-তে আপনার গবেষণা প্রস্তাব জমা দিন!

আগামী ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আপনার প্রস্তাব জমা দিতে হবে। বিস্তারিত নিচে দেখুন http://tinyurl.com/ljzqzlt

স্যাকোসান-৫ কাঠমান্ডু নেপাল

২২-২৪ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে স্যাকোসান - ৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নেপালে অনুষ্ঠিতব্য এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'স্যানিটেশন ফর অল : অল ফর স্যানিটেশন'। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.sacosanv.gov.np

গ্লোবাল কনফারেন্স অন কম্যুনিটি হেলথ ২০১৪

১৯-২২ মার্চ, ২০১৪ তারিখে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হবে এই আর্ন্তজাতিক সম্মেলন। এমিনেন্স এবং পার্টনারস অব ওয়ার্ল্ড হেলথ যৌথভাবে এই আয়োজন করবে।

আন্তর্জাতিক সিডও দিবস পালিত

নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপের লক্ষ্যে সিডও সনদের দুটি ধারা থেকে আপত্তি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রেসক্লাবের সামনে আন্তর্জাতিক সিডও দিবস উপলক্ষে সংগঠনটি আয়োজিত এক মানববন্ধনে এ দাবি জানানো হয়। জাতিসংঘের সিডও সনদের ২ নম্বর ধারায় বলা আছে, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে আইন বা বিধিবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা বাতিল করবে। ১৬.১(গ) ধারায় বিবাহ করা ও বিবাহবিচ্ছেদের সময় নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানববন্ধনে সংগঠনের সভাপতি আয়শা খানম, মালেকা বানু, রেখা চৌধুরী, রেখা সাহা প্রমুখ বক্তব্য দেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার ফোন নম্বর ১০৯২১

মুখ বুজে এতদিন সহ্য করেছেন নির্যাতন। অনেকবার হয়তো মনে হয়েছে, কাকে বলব এসব কথা? সেই বন্ধু বা কাছের মানুষ কে? সেটি ভেবে পাচ্ছিলেন না। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে একটি ফোন নম্বর হতেপারে আপনার কাছের বন্ধু। বাড়িয়ে দেবে সহায়তার হাত। সেই নম্বরটি হলো ১০৯২১।

২০১২ সালের ১৯ জুন থেকে জাতীয় হেল্পলাইন সেন্টার এই সেবা চালু করেছে। বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল কর্মসূচির আওতায় নারী ও শিশুনির্যাতন প্রতিরোধে নম্বরটি চালু করা হয়েছে। ঢাকার ইস্কাটনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ সেন্টার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

কোনো মুঠোফোন বা টেলিফোন থেকে ১০৯২১ নম্বরে ডায়াল করে যিনি ফোন ধরবেন তাঁকে জানাতে হবে নির্যাতনের কথা। টেলিফোনের অপরপ্রান্তের ব্যক্তি এরপর থানা ও পুলিশকে জানানোসহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শুধু নিজে নির্যাতনের শিকার হলেই নয়, আশপাশের কাউকে নির্যাতনের শিকার হতে দেখলে বা শুনলেও সে তথ্য জানিয়ে দিতে পারবেন এ নম্বরে। এ ক্ষেত্রে তথ্যদাতার নাম পরিচয় সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হবে।

বর্তমানে সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সেন্টার থেকে সেবা দেওয়া হচ্ছে। গত বছরের ১৯ জুন থেকে চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত নম্বরটির মাধ্যমে নয়হাজার ৯৪৫ জনকে বিভিন্ন সেবা দেওয়া হয়েছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৮, ২০১৩

ইউএনডিপি পরিচালিত আন্তর্জাতিক জরিপে অংশগ্রহণ করুন

mobiles4HD
Mobiles for Human Development

ইউএনডিপি ও মটরোলা সলুশন জাতীয় উন্নয়নে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বিষয়ে একটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করছে।

১৬ই সেপ্টেটম্বর ২০১৩ এর মধ্যে এই জরিপে আপনিও অংশগ্রহণ করুন।

http://tinyurl.com/pzylxqt

নাগরিক সেবা

নগরবাসিদের জন্য রাজউক চালু করেছে দুটি নতুন সেবা। সেবা দুটো হলো প্লট বেজড ল্যান্ড রেকর্ড সিস্টেম (Plot Based Land Record System (Trial Basis) এবং জিআইএস নির্ভর অনলাইনভিত্তিক প্ল্যানিং ম্যাপ (DAP:Gis-based Online Planning Map)। সংশ্লিষ্ট সেবা পেতে আগ্রহীরা ভিজিট করতে পারেন। অনলাইন ভিত্তিক এই সেবা দুটি পাওয়া যাবে http://www.rajukdhaka.gov.bd/rajuk ওয়েব সাইটে।

নারী উন্নয়ন নীতির কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে সরকার। শনিবার মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এটি চূড়ান্ত করে। বিকেলে নগরের একটি হোটেলে মন্ত্রণালয় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে বই আকারে প্রকাশিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনাটি গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়। সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে ২০১১ সালে। সংবাদ সম্মেলনে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জাতীয় এ কর্মপরিকল্পনাটি সম-অধিকার ও বৈষম্যহীন ২০২১ সালের বাংলাদেশ তৈরিতে নারী উন্নয়নের মডেল হিসেবে কাজ করবে।' তিনি বলেন, নারীর সমান সুযোগ ও সম-অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এ নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য।' ওই পরিকল্পনার ১৬ পৃষ্ঠায় মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি হিসেবে নারীর উত্তরাধিকার, তালাক ও বিবাহের অধিকার নিশ্চিতকরণে আইন প্রণয়নের কথা বলা আছে। মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১, হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মের পারিবারিক আইনেও সংশোধন আনার কথা বলা হয়েছে। তবে নারী নীতির পাদটীকায় বলা আছে, 'এই নীতিতে যা-ই থাক না কেন, আইন প্রণয়নকালে কোরআন-সুন্নাহ বিধানের পরিপন্থী কিছু থাকলে তা অকার্যকর বলে গণ্য হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম তিনটি ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। স্বল্প মেয়াদে দুই বছরের মধ্যে, মধ্য মেয়াদে পাঁচ বছরের মধ্যে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয় বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের এলোকেশন অব বিজনেসে নারী উন্নয়ন-সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। *তথ্য সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ৩১, ২০১৩*

জাতীয় সমন্বিত বহু মাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা-২০১৩-এর খসড়া অনুমোদন

মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় সমন্বিত বহু মাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা-২০১৩-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ এ প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। এ নীতিমালাটি কিছু পর্যবেক্ষণসহ অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এই নীতিমালার আওয়ায় পরিবহন ব্যবস্থাকে সুলভ, নিরাপদ, দক্ষ ও কীভাবে কম খরচে পরিবেশবান্ধব করা যায়, এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। নীতিমালায় দুর্ঘটনা হ্রাসের চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। সড়ক পথের চাপ কমাতে রেল ও নৌ-পরিবহনের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।

তথ্য সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, আগস্ট ২৬, ২০১৩

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
making cities and towns work for all
সবার জন্য কার্যকর নগর ও শহর

পাকিস্তান আরবান ফোরাম ২০১৩

Pakistan Urban Forum 2013

পাকিস্তান আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহে। প্রসঙ্গত: ২০১১ সালে ১-৫ মার্চ, ২০১১ সালে লাহোরে পাকিস্তান আরবান ফোরামের ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন -info@pakistanurbanforum.com

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৭

৫-১১ এপ্রিল, ২০১৪
মেডেলিন
কলম্বিয়া

ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম ৭ অনুষ্ঠিত হবে ৫-১১ এপ্রিল, ২০১৪। কলম্বিয়ার মেডেলিন শহরে অনুষ্ঠিতব্য ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন শুরু হয়েছে। নিবন্ধন করতে ভিজিট করুন http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=767

ইভেন্ট

আরবান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ২য় বার্ষিক সম্মেলন

'ডেমোক্রেসী, সিটিজেনশীপ এন্ড আরবান ভায়োলেন্স' প্রতিপাদ্যে আরবান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ২য় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ৪-৫ ডিসেম্বর, ২০১৩। দুদিন ব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন: m.hossain@unswalumni.com; nitrasam21@yahoo.com

'লেখা আহবান' : আরবান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ২য় বার্ষিক সম্মেলন 'ডেমোক্রেসী সিটিজেনশীপ এন্ড আরবান ভায়োলেন্স' প্রতিপাদ্যে আরবান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির আয়োজনে দুদিন ব্যাপী এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিপাদ্যের আলোকে ৮টি ভিন্ন বিষয়ে লেখা আহবান করা হচ্ছে। urdsbd@gmail.com ঠিকানায় 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর, ২০১৩। বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন: m.hossain@unswalumni.com; nitrasam21@yahoo.com

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৩

'আরবান মোবিলিটি' প্রতিপাদ্য নির্বাচন করে এবারের বিশ্ব বসতি দিবস অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ অক্টোবর, ২০১৩।

ইউএন-হ্যাবিটাট এর 'স্ক্রল অব অনার অ্যাওয়ার্ড' এর জন্য আপনার মনোনয়ন প্রদান করুন। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=827

৪র্থ এশিয়া-প্যাসিফিক হাউজিং ফোরাম ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অক্টোবর ২-৪, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এ ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করুন http://www.aphousingforum.org/?page_id=1096 – এই লিংকে।

ইন্টারন্যাশনাল গ্রিন বিল্ডিং কনফারেন্স ২০১৩ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১১-১৩ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.sgbw.com.sg.

কার্বন ফোরাম এশিয়ার ২০১৩ সালের আয়োজন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২৪-২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.carbonforumasia.com/.

সিঙ্গাপুর আইসেনআওয়ার ফেলোশিপ সোসাইটি এবং আইসেনআওয়ার ফেলোস এসোসিয়েশন যৌথভাবে আয়োজন করছে 'দি ফিউচার অব আরবান লিভিং' শীর্ষক সম্মেলন। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন http://ef-futureofurbanliving.org or info@ef-futureofurbanliving.org

শিক্ষকের মান উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সফল প্রকল্পকে ইউনেস্কো-হামদান বিন রাশিদ আল মাকটোম পুরস্কারের জন্য মনোনীত করুন। তিনটি পুরস্কারের মোট অর্থ ২৭০,০০০ মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশি টাকায় প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ সময় ৩১ই অক্টোবর। বিস্তারিত দেখুন http://tinyurl.com/k9mnhnm

www.bufbd.org

নিউজলেটারে প্রকাশের জন্য আপনার লেখা/মতামত পাঠান buf@bufbd.org

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ের অস্থায়ী কার্যালয় (আইডিবি ভবন, ১২তলা আগারগাঁও) থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত

ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর সহায়তায় মুদ্রিত

ইউপিপিআরপি এবং সিডিএমপি এর অর্থায়নে গোপালগঞ্জ পৌরসভায় হাউজিং প্রজেক্ট

ফলোআপ

- দীর্ঘ পরিকল্পনার আওতায় উচ্ছেদকৃত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য সিডিএমপির অর্থায়নে ২৬০টি ইউনিট ঘর নির্মাণ কাজ অব্যাহত আছে।
- এই ঘরগুলো বসবাস উপযোগী করার লক্ষ্যে সেনিটেশন, ইলেকট্রিসিটিসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- প্রতিটি পরিবার দুই কক্ষ বিশিষ্ট তথা বারান্দা, রান্না ঘর এবং টয়লেট সম্বলিত আধাপাকা ঘর দেওয়া হবে।
- হাউজিং প্রকল্পে বসবাসরত গরিব জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য স্কুল, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা থাকবে।

গত ২০০৯ সালের ২২ নভেম্বর গোপালগঞ্জ পৌরসভার আওতাভূক্ত দক্ষিণ মৌলভীপাড়া কমিউনিটিতে মাত্র একদিনের নোটিশে এই এলাকার ৩৪৯টি পরিবার সরকারি খাস জমি থেকে জেলা প্রশাসন উচ্ছেদ করে। এই উচ্ছেদের ফলে নগর দরিদ্রদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে নির্মিত ১৭ মিলিয়ন টাকার মূল্যায়নের সুবিধাদি/অবকাঠামো ধ্বংস হয়। অবশেষে গৃহহীন মানুষের মানবেতর জীবন যাপনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসে শহরের অন্যান্য এলাকা থেকে দরিদ্র মানুষের সংগঠন কমিউনিটি উন্নয়ন কমিটি (সিডিসি) এবং পৌরসভা। সিডিসি ও ক্লাস্টার নেতৃবৃন্দ ইউপিপিআর প্রকল্প অফিসের সহযোগিতায় নিজেরা আলোচনা করে উচ্ছেদকৃত এই মানুষদের জন্য স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

- উচ্ছেদকৃত মানুষদের স্থায়ীভাবে বসবাস ও ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে একটি নিরাপদ তহবিল গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,০৮২৮০.০০ (তিন লক্ষ আট হাজার দুইশত আশি) টাকা জমা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে ৪.১৬ একর জমি পুনর্বাসনের জন্য উচ্ছেদকৃত পরিবারের জন্য বরাদ্দ দেন।
- কারিগরি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ACCA-এর সহযোগিতায় কর্মশালার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উচ্ছেদ হওয়া পরিবার গুলো নিজেদের আবাসন প্রকল্পের ডিজাইন তৈরি করে এবং ১টি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি হয়েছে।
- পুনর্বাসনকৃত জায়গায় পৌরসভা ও এলজিইডির সহযোগিতায় একটি সংযোগ রাস্তা করা হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় বন বিভাগ ও ক্লাস্টার সিডিসির সহযোগিতায় সংযোগ রাস্তার দুপাশে গাছ লাগানো হয়েছে।
- পানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সংযোগের বিষয়টি পৌরসভা ও পিডিবির নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প ও পৌরসভার সহযোগিতায় ১৭,৩৬,৫০৬.১৪ (সতের লক্ষ ছত্রিশ হাজার পাঁচশত ছয় দশমিক চৌদ্দ পয়সা) টাকার অনুদান দিয়ে আংশিক মাটি ভরাটের কাজ হয়েছে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম থিমেটিক ক্লাস্টারে যোগদানে আগ্রহপত্র আহবান

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৮টি থিমেটিক ক্লাস্টার গঠনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে (আরবান সেক্টর স্টেকহোল্ডার) ক্লাস্টারসমূহে অর্ন্তভূক্তির জন্য আগ্রহপত্র পূরণ করে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে। পাঠানোর শেষ তারিখ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩। থিমেটিক ক্লাস্টার গঠনের বিস্তারিত দেখুন www.bufbd.org